সমকাল

তারিখ 30 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বিএসএমএমইউর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

■ সমকাল প্রতিবেদক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আজ রোববার। ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল সংসদে আইন প্রণয়ন করে তৎকালীন পিজি হাসপাতালকে বিএসএমএমইউতে রূপান্তর করা হয়। সেই থেকে প্রতিবছর এই দিনটি প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন করা হয়।

বিএসএমএমইউর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে গতকাল শনিবার বিবৃতি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাষ্ট্রপতি তার বিবৃতিতে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৬

বিএসএমএমইউর

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণা এবং চিকিৎসাসেবায় অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শিক্ষা, গবেষণা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রাখায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি কেড়েছে।',

প্রধানমন্ত্রী বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমরা ১৯৯৮ সালে দেশের ইতিহাসে প্রথম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করি। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশে মেডিকেল উচ্চ শিক্ষার বিকাশ, স্বাস্থ্য খাতে গবেষণার প্রসার এবং বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে।'

এদিকে বিএসএমএমইউয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ দিনভর আলোচনা সভা, শোভাযাত্রাসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। বিশেষ অতিথি থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী সময়ে চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণায় বিএসএমএমইউ দেশ সেরা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দুই হাজার শয্যার বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজারের বেশি রোগী সেবা গ্রহণ করছেন। অটিজম চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া সম্প্রতি একনেকে এক হাজার শয্যার সেন্টার বেইসড সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। এটি চালু হলে দেশ স্বাস্থ্যসেবায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে বিকেল ৩টা থেকে বৈকালিক সেবা চালু আছে। শিশু কিডনি বিভাগে অত্যাধুনিক আলট্রাসনোগ্রাফি ও রেনাল বায়োপসি মেশিন চালু করা হয়েছে। ১০০ শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুকে সার্জারির মাধ্যমে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন টিএসসিসহ নতুন নতুন বিভাগ চালু এবং জটিল রোগের চিকিৎসায় অনন্য সাফল্য অর্জন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। আন্তর্জাতিক জরিপে গবেষণায় পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। নব্বইটিরও বেশি উচ্চ শিক্ষার কোর্স চালু আছে। শিক্ষা, গবেষণা নিয়ে আন্তর্জাতিক কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং....................
তারিখ....................
প্রধান, পরিসংখ্যান বিভাগ
প্রধান, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর